**ত্রিপুরা সরকার**
**তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার**
*****

স-৭১৫

আগরতলা,২৬ মে,২০১৮

## কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন উদার মানসিকতার অগ্রদূত : মুখ্যমন্ত্রী

আমরা ত্রিপুরাকে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছি। এই স্বপ্ন পূরণে ছাত্রছাত্রী সহ যুব শক্তিকে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। কারণ ছাত্রছাত্রীরাই আগামী দিনে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ। আজ রবীন্দ্রভবনে কাজী নজরুল ইসলামের ১১৯তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, আজ রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে যথাযোগ্য মর্যাদায় নজরুল জন্মজয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। শুধু ত্রিপুরা নয় ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এমনকি বাংলাদেশেও শ্রদ্ধার সঙ্গে নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, নজরুল ছিলেন একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মেধাশক্তির মাধ্যমে অসংখ্য কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনা করেছিলেন। আর্থিক সংকটের কারণে তাঁকে পড়াশোনা ছেড়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে হয়। পরবর্তীতে তিনি আবার সাহিত্য কর্মে ফিরে আসেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁর অধিকাংশ কবিতা, গল্প, উপন্যাসে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশিত হয়েছিলো। তাই তাঁকে আমরা বিদ্রোহী কবি নামেই সবচেয়ে বেশি জানি। তাঁর রচিত কবিতা ভারত, বাংলাদেশ দুই দেশেই সমান জনপ্রিয়। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলো। তিনি বলেন, নজরুল ইসলাম পরাধীন ভারতবর্ষকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একসূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সে কারণেই আজকের দিনেও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা ততটাই রয়েছে যতটা পরাধীন ভারতবর্ষে ছিলো।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নজরুল ইসলাম ছিলেন উদার মানসিকতার অগ্রদূত। তিনি তাঁর সন্তানদের নামও বিভিন্ন ভাষার অনুসরণে রেখেছেন। নজরুলের মাহাত্মের জন্যই প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে তিনি জায়গা করে নিয়েছিলেন। নজরুল তাঁর কবিতা, গল্পের মাধ্যমে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নজরুলকে স্মরণ করার পাশাপাশি ভারতের মহান মনীষী যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে হবে। কারণ নজরুলের মতো তাঁরাও স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। তাঁদের লেখনীর মাধ্যমেই পরাধীন ভারতবাসীর মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলো। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে নজরুল ইসলামের চিন্তাধারার মানসিকতাকে পৌঁছাতে হবে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরী করতে হবে যে, দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও মেধাশক্তির মাধ্যমে খ্যাতি লাভ করা যেতে পারে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার লক্ষ্যে অবিরল কাজ করে চলেছেন। সেই কর্মযজ্ঞে আমাদেরও সামিল হতে হবে।

***২-এর পাতায়

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, নজরুল ছিলেন মানুষের কথা, মাটির কথা, সাম্যবাদ ও সম্প্রীতির কথা বলার কবি। তৎকালীন সমাজে তিনি তাঁর কবিতায় জাতীয় সংহতির সঙ্গীত রচনা করেছেন। তিনি ধর্ম-বর্ণ-জাতপাতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, কবি নজরুলের কবিতায় আমরা নারীর মর্যাদার কথা খুঁজে পাই। তিনি একাধারে যেমন কবি ছিলেন, তেমনি ছিলেন একজন সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, নাট্যকার। শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে কবি নজরুলের প্রতিভার নানা দিক তুলে ধরে বলেন, আমাদের রাজ্যের আনাচে কানাচেও এরকম প্রতিভা লুকিয়ে আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্তব্য হবে এসব প্রতিভাদের খুঁজে বের করে সেই প্রতিভার বিকাশ ঘটানো। তিনি বলেন, আজকের অনুষ্ঠান খুবই সুন্দর হয়েছে। এজন্য তিনি শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এমন মহান ব্যক্তিদের জন্মদিন উদযাপন করার সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেন ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেন। শুধু অনুষ্ঠান উদযাপনের মধ্যেই যেন সব সীমাবদ্ধ না থাকে। রবীন্দ্র-নজরুলের মতো মানুষের ভাবধারায় ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করে তোলা শিক্ষা দপ্তরের সাথে যুক্ত সকলের কর্তব্য ও দায়িত্ব। প্রকৃত মানুষ তৈরীতে যেন তারা নিজেদের সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন।

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত নজরুল সঙ্গীত প্রতিভা পুরস্কার বিতরণ করা হয় আজকের অনুষ্ঠান মঞ্চে। পুরস্কার প্রাপক মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রেয়া সরকার এবং উদয়পুরের নেতাজী বিদ্যানিকেতনের ছাত্রী তিথি রায়কে পুরস্কার প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পুরস্কার হিসেবে তাদের স্মারক, মানপত্র এবং ৫ হাজার টাকার নগদ অর্থরাশি প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নজরুল গবেষক পঙ্কজ মিত্র, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের প্রাক্তন অধিকর্তা রঞ্জিত দেবনাথ, বিশিষ্ট শিল্পী ঝর্ণা দেববর্মণ এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নজরুল সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে সোনামুড়া নজরুল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

*****